গাংনীতে নিখোঁজের ৩৮ বছর পর বাড়িতে ফিরলেন জবেদ আলী

নিখোঁজের ৩৮ বছর পর নিজ জন্মভিটায় ফিরে এসেছেন জবেদ আলী (৬৬)। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পরিবারের সদস্যদের ওপর অভিমান করে ৩৮ বছর আগে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

জবেদ আলী মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের বামন্দী ক্যাম্পপাড়া গ্রামের মৃত তোফাজ্জল মণ্ডলের ছেলে।

স্বজনরা জানান, ১৯৮৮ সালে হঠাৎ করে পরিবারের সদস্যদের ওপর অভিমান করে চার বছর বয়সী ছেলে জাহাঙ্গীর আলম ও স্ত্রী রুশিয়া খাতুনকে বাড়িতে রেখে তিনি নিখোঁজ হন। এরপর বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। দীর্ঘদিন খোঁজ না পেয়ে স্বজনরা ধরে নিয়েছিলেন, জবেদ আলী হয়তো আর বেঁচে নেই।

হঠাৎ আজ সোমবার ৩৮ বছর পর বৃদ্ধ জবেদ আলী ফিরে আসেন তার জন্মভিটা বামন্দীতে।

প্রথমে জবেদ আলীকে দেখে তার স্ত্রী রুশিয়া খাতুন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে চিৎকার করে ওঠেন। পরে পরিবারের অন্য সদস্যরা ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। জবেদ আলীর ফিরে আসার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে গ্রাম ও আশপাশের এলাকার মানুষ তাকে একনজর দেখতে তার বাড়িতে ভিড় করেন।

জবেদ আলীর স্ত্রী রুশিয়া খাতুন বলেন,

“আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে চার বছর বয়সী ছেলে জাহাঙ্গীর ও আমাকে বাড়িতে রেখে তিনি পরিবারের সদস্যদের ওপর অভিমান করে চলে যান। আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি। কত কবিরাজের কাছে গেছি, কত মান্নত করেছি। তারপরও তার কোনো খোঁজ মেলেনি। আজ হঠাৎ আমার সোনার ধন আমার বুকে ফিরে এসেছে। আল্লাহ আমার কথা শুনেছেন। আমার ছেলে জাহাঙ্গীর এখন বিদেশে থাকে। সে তার বাবার ফিরে আসার খবর শুনে দেশে আসতে চাইছে। এই দীর্ঘ সময়ে এত আনন্দ কখনও পাইনি।”

জবেদ আলীর চাচাতো ভাই বক্কার আলী বলেন,

“ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, জবেদ আলী একজন ভালো লাঠিখেলোয়াড়

ছিলেন। পাশাপাশি তিনি গ্রামের যাত্রাপালার মঞ্চ কাঁপানো অভিনেতাও ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অভিমান করে ৩৮ বছর আগে নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের লোকজন সব জায়গায় খোঁজ করেও তার কোনো সন্ধান পাননি। তাকে খুঁজতে খুঁজতে তার মা ও দাদি দুজনেই মারা গেছেন। তার ছেলে এখন বিদেশে থাকে। হঠাৎ আজ জবেদ আলী পরিবারের কাছে ফিরে এসেছেন। তাকে দেখতে গ্রামের মানুষ ভিড় করছেন।”

দর্শনায় নিখোঁজের একদিন পর নর্দমা থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় নিখোঁজের একদিন পর নর্দমা থেকে উদ্ধার হলো মাহিন (৫) নামে এক শিশুর মরদেহ। আজ সোমবার সকাল ৭ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সে ওই গ্রামের মামুন আলীর ছেলে।

স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য ইউনুস আলী জানান, রবিবার (১২ এপ্রিল) দুপুর থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছিলো না।

আজ সোমবার সকালে বাড়ির পাশের নর্দমায় পানিতে মাহিনকে ভাসতে দেখা যায়। পরে পরিবারের লোকজন নর্দমা থেকে মাহিনের মরদেহ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,আমরা পুলিশ পাঠেয়েছি ঘটনা তদন্ত পৃর্বক ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

সৌদি আরবে পাঠানো যুবক ৪ মাস ধরে নিখোঁজ, দালালের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামের বাসিন্দা তানজিলা খাতুনের ছেলে ফিরোজ উদ্দিন প্রায় চার মাস ধরে সৌদি আরবে নিখোঁজ রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। উন্নত জীবনের আশায় তাকে সৌদি আরবে পাঠিয়েছিলেন তার পরিবার। এ কাজে স্থানীয় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য ফজলুর রহমান।

তানজিলা খাতুন জানান, তিন মাস অতিবাহিত হলেও ফজলুর রহমান তার ছেলের কোনো কাজের ব্যবস্থা করতে পারেননি। এরই মধ্যে চার মাস ধরে তার ছেলে সৌদি আরবে নিখোঁজ রয়েছে। এ ঘটনায় তানজিলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং গাংনী থানার সাব-ইন্সপেক্টর রবিউল ইসলামের হস্তক্ষেপে একটি মীমাংসা হয়।

মীমাংসা অনুযায়ী, দালাল ফজলুর রহমান দুই দিনের মধ্যে ফিরোজ উদ্দিনকে দেখানোর অথবা আকামার পরিবর্তে দুই লাখ টাকা প্রদান করার কথা বলেন। টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত একটি গরু জামানত হিসেবে তানজিলার বাড়িতে রেখে দেওয়া হয়।

তবে পরে ফজলুর রহমান তানজিলা খাতুন ও তার স্বামী কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে আদালতে চুরির মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে গত সোমবার সকালে তদন্ত কর্মকর্তা সাব-ইন্সপেক্টর শিমুল তানজিলার বাড়িতে যান। এ বিষয়ে তিনি বলেন, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে তার বাড়িতে যাওয়া স্বাভাবিক।

এদিকে তানজিলা খাতুনের দাবি, তার ছেলেকে জীবিত অথবা মৃত যেভাবেই হোক দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়া হোক। ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আশায় তানজিলার স্বামী কামাল হোসেন বাদী হয়ে ফজলুর রহমান ও তার ছেলে শিহাবের বিরুদ্ধে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ অনুযায়ী আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

কুষ্টিয়ার গড়াই নদীতে নিখোঁজ দুই শিশুর একজনের মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার গড়াই নদীতে গোসলে নেমে নিখোঁজ হওয়া দুই শিশুর মধ্যে তাইবা (৭) নামে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। অপর শিশুকে উদ্ধারে নদীতে তল্লাশি কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

রোববার (৮ মার্চ) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার ওসমানপুর খেয়াঘাট এলাকা থেকে নিখোঁজের প্রায় ১৯ ঘণ্টা পর তাইবার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত তাইবা একই এলাকার ফারুকের মেয়ে। এ ঘটনায় এখনো নিখোঁজ রয়েছে একই এলাকার সোহেলের মেয়ে সুরাইয়া (৮) নামে আরেক শিশু।

নিহত তাইবা ও নিখোঁজ সুরাইয়া দুজনই ওসমানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তাইবার মরদেহ উদ্ধারের পর থেকে তার পরিবারের সদস্য ও স্বজনরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার দুপুরে ওসমানপুর খেয়াঘাট এলাকায় চার শিশু নদীতে গোসলে নামে। তারা সাঁতার কেটে মাঝনদীতে জেগে ওঠা চরের দিকে যাওয়ার সময় স্রোতের মুখে পড়ে যায়। এ সময় খেয়াঘাটে থাকা নৌকার মাঝিরা সামিয়া ও সুমাইয়া নামে দুই শিশুকে জীবিত উদ্ধার করলেও তাইবা ও সুরাইয়া পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয়। এদিকে নিখোঁজ শিশুর সন্ধানে নদীর তীরে ভিড় করছেন স্বজন ও এলাকাবাসী।

খোকসা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ইউনিট কর্মকর্তা রওশন আলী জানান, নিখোঁজ দুই শিশুর মধ্যে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অপর শিশুকে উদ্ধারে ডুবুরি দল ও স্থানীয় জেলেরা নদীর বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছেন।

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের চারদিন পর দর্শনা থেকে হাত-পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজের চারদিন পর দর্শনা এলাকা থেকে হাত-পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় মোঃ বিপুল (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া বিপুল আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল সাত্তার মন্ডলের ছেলে।

পরিবারের দাবি, গত শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর পোস্ট অফিস এলাকায় ছিলেন। সেখান থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা তাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। পরে এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাত আনুমানিক ১০টার দিকে দর্শনা পৌরসভার হঠাৎপাড়া এলাকার পাকা রাস্তার পাশে তাকে হাত-পায়ে লোহার শিকল বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। প্রথমে ভবঘুরে মনে হলেও কাছে গিয়ে শিকল বাঁধা অবস্থা দেখে তারা পুলিশে খবর দেন।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদী হাসান জানান, উদ্ধারকৃত ব্যক্তির নিখোঁজ সংক্রান্ত জিডি ছিল। তাকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ওসি বানী ইসরাইল বলেন, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনের চেষ্টা চলছে।

প্রকাশ্যে তুলে নেওয়ার অভিযোগ এবং চারদিন পর অন্য এলাকায় শিকলবন্দি অবস্থায় উদ্ধারের ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এটি পরিকল্পিত অপহরণ নাকি অন্য কোনো ঘটনার অংশ তা নিয়ে তৈরি হয়েছে

নানা প্রশ্ন।

আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া সড়কে ডাকাতি, গাড়ির ড্রাইভার নিখোঁজ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় একটি ক্রোকারিজ কোম্পানির ডেলিভারি ভ্যান থামিয়ে দেড় লাখ টাকার কাছাকাছি অর্থ লুট এবং ডেলিভারি ম্যান নিখোঁজের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় গাড়িচালক ও ডেলিভারি ম্যান ফারুক হোসেন (৪০) এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। পরে তার ব্যবহৃত পণ্যবাহী আলমসাধু গাড়িটি উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।সেই সাথে উদ্ধার হয়েছে তার পরনের লুঙ্গি ও গায়ের পোশাক।

গত সোমবার রাত ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গা–হাটবোয়ালিয়া সড়কের বৈদ্যনাথপুর মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে রাতেই বাংলাদেশ পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান চালায়। তবে রাতভর অনুসন্ধান চালিয়েও ফারুক হোসেনের সন্ধান মেলেনি।নিখোঁজ ফারুক হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের খালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি গত তিন বছর ধরে বিজি ক্রোকারিজ কোম্পানিতে ডেলিভারি ম্যান হিসেবে কর্মরত। সোমবার তিনি মেহেরপুর জেলার মথুরাপুর এলাকায় পণ্য সরবরাহ শেষে আলমডাঙ্গার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তার সঙ্গে ছিলেন কোম্পানির ম্যানেজার বাচ্চু হোসেন। পথে হাটবোয়ালিয়া নতুন বাজার এলাকায় পৌঁছালে বাচ্চু হোসেন নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে গাড়ি থেকে নেমে যান। এরপর ফারুক একাই আলমসাধু নিয়ে যাত্রা অব্যাহত রাখেন।

রাত ৯টার দিকে বৈদ্যনাথপুর মাঠ এলাকায় পৌঁছালে ছিনতাইকারীরা আলমসাধু থামিয়ে তার কাছে থাকা প্রায় দেড় লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার পর থেকে ফারুক হোসেন নিখোঁজ এবং তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটিও বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

বিজি ক্রোকারিজ কোম্পানির মালিক জব্বার আলী বলেন, ফারুকের ব্যাগে থাকা ১ লাখ ৩৭ হাজার টাকা ছিল সোমবারের ডেলিভারির বিক্রয়লব্ধ অর্থ। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, পরিকল্পিতভাবে ভ্যানটি থামিয়ে টাকা ছিনতাইয়ের পাশাপাশি ফারুককে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়া হতে পারে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকেই পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ দল তদন্ত শুরু করেছে। সম্ভাব্য ছিনতাই ও অপহরণের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। আশপাশের মাঠ ও সড়কসংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে।

হারিণাকুণ্ডুতে নিখোঁজের ১২ ঘন্টা পর যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নে নিখোঁজের ১২ ঘন্টা পর জসিম উদ্দিন (৩০) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাত ১২টার দিকে উপজেলার টেংরাখালির মাঠের একটি ভুট্টাক্ষেত থেকে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত জসিম উদ্দিন দৌলতপুর গ্রামের মোক্তার আলীর ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুরের দিকে ঘাস কাটার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন জসিম উদ্দিন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও তিনি বাড়িতে ফিরে না আসায় স্বজনরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

ওই দিন রাত পোনে ১২টার দিকে টেংরাখালির মাঠের একটি ভুট্টাক্ষেতে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নিহতের প্রতিবেশী জহিরুল ইসলাম জহির জানান, মরদেহের গলায় ফাঁসের

দাগ ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। স্থানীয়দের ধারণা, তাকে মারধর করে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া হাসান জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি হত্যাকান্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর তদন্ত সাপেক্ষে বিস্তারিত জানা যাবে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানান।

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ৪ দিন পর রাজশাহী মেডিকেলে পাওয়া গেল এনামুলের লাশ

আলমডাঙ্গা হাঁপানিয়া গ্রামের অতিপরিচিত মুখ লুডুর নিথর দেহ নিখোঁজের ৪ দিন পর পাওয়া গেছে রাজশাহী মেডিকেল হসপিটাল মর্গে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের হাঁপালিয়া গ্রামের অতিপরিচিত মুখ এনামুল হক লুডু গত ১৩ ই জানুয়ারি রাজশাহী মেডিকেল হসপিটালে উন্নত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে রওনা দেন। ১৮ ই জানুয়ারি চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু লুডু বাড়ি ফিরে না আসায় এবং মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় বাড়ির লোকজন দুশ্চিন্তায় পড়ে।

গত ১৯ শে জানুয়ারি এনামুল হক লুডুর জামাতা মাহাফুজুর রহমান রাজশাহী রাজাপাড়া থানায় নিখিত ডায়রি করেন।

গত ২০ শে জানুয়ারি সকালে রাজাপাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ আশরাফুল ইসলাম মোবাইল ফোনে একটা অজ্ঞাত ব্যাক্তির লাশ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর দেন।

এনামূল হক লুডুর পরিবারের লোকজন হসপিটালের মর্গে লাশ সনাক্ত

করেন। গত ১৮ ই জানুয়ারি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হসপিটালে ভর্তি করে এলাকার লোকজন। সেখানেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

গতকাল সন্ধ্যায় তার লাশ গ্রামে পৌছালে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। হাজার হাজার এলাকার লোকজন একঝলক দেখার জন্য ছুটে আসে। বাদ এশা গ্রামের কবরস্থানে নামাজের জানাজা শেষে দাফনকাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে।

লিবিয়া থেকে ইতালি যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে নিখোঁজ চুয়াডাঙ্গার দুই তরুণ

চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গার দুই তরুণ লিবিয়া থেকে ইতালি যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে নিখোঁজ রয়েছেন। দুই পরিবারের সদস্যরা চরম আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কালুপোল গ্রামের ইসাহক আলীর ছেলে মিঠুন হোসেন (২৯) এবং আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাস ইউনিয়নের খাসবাগুন্দা গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে সাঈদ মিয়া (২২) প্রায় ১৫ দিন আগে লিবিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সম্পর্কে তারা মামা-ভাগ্নে।

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার ঝাউদিয়া গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক তাদেরকে লিবিয়া নিয়ে যান এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সাগরপথের যাত্রায় সামিল করেন। পরিবারের ভাষ্যমতে, সাগরে নেমে নৌকা থেকে সর্বশেষ ভয়েস মেসেজ পাঠিয়েছিলেন মিঠুন ও সাঈদ আজ থেকে প্রায় ১৩ দিন আগে। এরপর থেকে তাদের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

লিবিয়া হয়ে সাগরপথে ইতালি যাওয়ার সময় প্রায় প্রতিদিনই ভূমধ্যসাগরে নৌকা ডুবে যাওয়া বা নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া যায়। সেই ভয়াবহ বাস্তবতা মনে করে দিন দিন মা-বাবার আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হচ্ছে। কোনো খোঁজখবর না পেয়ে পরিবারজুড়ে নেমে এসেছে চরম

উৎকণ্ঠা, স্বজনেরা প্রায় পাগলপ্রায় অবস্থায় রয়েছেন।

নিখোঁজ দুই তরুণের পরিবারের পক্ষ থেকে সবার কাছে দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে যদি কোনোভাবে তাদের সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়।

মেহেরপুরে এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ জুলাই যোদ্ধা তামিমের পিতা কামরুল ইসলাম

মেহেরপুরে এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক ও এনসিপির জেলা কমিটির সদস্য তামিম ইসলামের পিতা কামরুল ইসলাম।

এ ঘটনায় তাঁর পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত রয়েছেন। নিখোঁজ কামরুল ইসলাম ফিলিং স্টেশন ব্যবসায়ী এবং মেহেরপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। তিনি সরকারি কলেজ পাড়ার হায়দার আলীর ছেলে। এ বিষয়ে তামিম ইসলাম মেহেরপুর সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। জিডি নম্বর:৪৯২, তারিখ ১০/১২/২০২৫ ইং।

তামিম ইসলাম জানান, গত ৮ ডিসেম্বর তার বাবা হিরো হোণ্ডা ব্র্যাণ্ডের হাংক মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। সে সময় তিনি কালো রঙের প্যান্ট, লাল গেঞ্জি এবং নীল রঙের ব্লেজার পরিহিত ছিলেন।

তামিম আরও জানান, ঘটনার দিন থেকে আত্মীয়, স্বজনের বাড়িসহ সম্ভাব্য সকল যায়গায় খোঁজ নিয়েছি। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও কোন সদুত্তর জানাতে পারেননি। ফলে আমরা খুব দুঃশ্চিন্তা ও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, আমরা তাঁর সন্ধানে বিভিন্নভাবে খোজঁ-খবর নেওয়ার চেষ্টা

করছি। তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তবে অপহরণ হতে পারে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এমন কোনো লক্ষণ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে দ্রুত সন্ধান পেতে পারি।